জলাভূমি রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা

ড. এম এ ফারুখ

P-8, Ittefaq, 03 Feb. 2021

জলাভূমি বা ইংরেজিতে 'ওয়েটল্যান্ডস' হলো এমন একটি স্থান বা এলাকা, যার মাটি মৌসুমভিত্তিক অথবা স্থায়ীভাবে আর্দ্র বা ভেজা থাকে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি বলতে বোঝায় অল্প স্রোতযুক্ত ছয় মিটারের কম গভীরতার এলাকাসম্পন্ন নিচু ভূমি, যার পানির উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, পানির স্থায়িত্বকাল সারা বছর বা মৌসুমভিত্তিক, পানি স্থির বা গতিশীল, স্বাদু বা সামান্য থেকে বেশি লবণাক্ত। মার্শ, মোহনা, কাদা-চর, ফেন্স, পকোসিন্স, সোয়াম্পস, ডেলটাস, প্রবালদ্বীপ, বিলাবঙ্গস, লেগুন, অগভীর সমুদ্র, বগ, হ্রদ ইত্যাদি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জলাভূমি, যা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের জলাভূমির মধ্যে রয়েছে প্লাবনভূমি, নিচু জলা, বিল, হাওর, বাঁওড়, জলমগ্ন এলাকা, উন্মুক্ত জলাশয়, নদীতীরের কাদাময় জলা, জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত নিচু সমতলভূমি এবং লবণাক্ত জলাধার। পৃথিবীর প্রায় ১৩ থেকে ১৮ শতাংশ ভূভাগ জলাভূমির অন্তর্গত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১৭৫টি জলাভূমি রয়েছে যুক্তরাজ্যে। সবচেয়ে বেশি জলাভূমির অন্তর্গত ভূভাগ রয়েছে রাশিয়াতে, যা প্রায় ১৪ কোটি হেক্টরেরও বেশি। ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী ইরানের রামসার শহরে ১ম জলাভূমি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 'কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস' নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যাতে আন্তর্জাতিকভাবে জলাভূমির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা হয়।

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মিঠাপানির জলাভূমি ও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর হচ্ছে হাকালুকি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, তার মধ্যে শুধু বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%) কুলাউড়া (৩০%) এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%) গোলাপগঞ্জ (১০%) এবং বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। এর উত্তরে ভারতের মেঘালয় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড় অবস্থিত। উজানে প্রচুর পাহাড় থাকায় হাকালুকি হাওরে প্রায় প্রতি বছরই আকস্মিক বন্যা হয়। ছোট-বড় ২৪০টি বিল ও ছোট-বড় ১০টি নদী নিয়ে গঠিত হাকালুকি হাওর। হাকালুকি হাওরে ৫২৬ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪১৭ প্রজাতির পাখি (১১২ প্রজাতির অতিথি পাখি এভয় ৩০৫ প্রজাতির দেশীয় পাখি), ১৪১ প্রজাতির অন্যান্য বন্যপ্রাণী, ১০৭ প্রজাতির মাছ রয়েছে। রয়েছে ১২০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ এবং বিলুপ্তপ্রায় ২০ প্রজাতির সরীসৃপ। এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ, জলজ ও স্থলজ ক্ষুদ্র অনুজীব। এখানে প্রতি বছর শীতকালে প্রায় ২০০ বিরল প্রজাতির অতিথি পাখির সমাগম ঘটে। হাকালুকি হাওরকে 'প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা' বিবেচনা করা হয়। এই হাওরে বাংলাদেশের মোট জলজ উদ্ভিদের অর্ধেকের বেশি এবং বহু সংকটাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পাওয়া যায়। শীতকালে হাওরের দিগন্তবিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিলের কান্দিগুলো সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। শীতকালে অতিথি পাখিরা সার বেঁধে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসতে থাকে বিলগুলোতে। হাকালুকি হাওর টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোট্যুরিজম শিল্প বিকাশের এক অসাধারণ আধার।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং এদেশের প্রায় ৮ লাখ হেক্টর ভূমি কোনো না কোনোভাবে জলাভূমির অন্তর্ভুক্ত। মৎস্যও জলজ প্রাণিসম্পদ খাতে জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। সারা পৃথিবীর মোট আহরিত মাছের দুই তৃতীয়াংশ আসে জলাভূমি থেকে। এছাড়াও বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জলাভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ষার সময় অতিরিক্ত পানি ধারণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে জলাভূমি। সাধারণত জলাভূমির পানির মধ্যে জলজ বাস্তুসংস্থানের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক তৈরি হয়ে থাকে, যা ধারাবাহিক গতিতে জন্ম দেয় অন্যান্য খাদ্যশৃঙ্খলের। খাদ্য উৎপাদনশীলতার হিসাবে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে জলাভূমি, যা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

জলাভূমিতে জন্মানো নানাবিধ উদ্ভিদ রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাগজ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনেক জলজ উদ্ভিদ। পাট পচাতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রেও জলাভূমি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সহজ ও স্বল্পব্যয়ের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জলাভূমি বিশেষ ভূমিকা রাখে, যার উদাহরণ কাপ্তাই লেক। জলাভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সৃষ্টি করেছে বহুবিধ কর্মসংস্থানের

এছাড়া পৃথিবীর প্রায় ৩ বিলিয়ন মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, যা আসে ধান থেকে আর এই ধানের বেশির ভাগই উৎপাদিত হয় জলাভূমিতে। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে হাওরাঞ্চলে প্রতি বছর ৫ লাখ মিলিয়ন টনেরও বেশি ধান উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলো থেকে বাঁচার জন্য যেসব পরিযায়ী পাখি উষ্ণতর দেশগুলোতে আসে, তাদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয় এসব জলাভূমি। জলাভূমিতে জন্মানো নানাবিধ উদ্ভিদ রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাগজ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনেক জলজ উদ্ভিদ। পাট পচাতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রেও জলাভূমি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সহজ ও স্বল্পব্যয়ের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জলাভূমি বিশেষ ভূমিকা রাখে, যার উদাহরণ কাপ্তাই লেক। জলাভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সৃষ্টি করেছে বহুবিধ কর্মসংস্থানের। এছাড়াও একটি দেশের পর্যটনশিল্প ও বিনোদনের একটা বড় কেন্দ্র হলো এসব জলাভূমি। পরিতাপের বিষয় এই যে, পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে এখনো পর্যন্ত যে ১২টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর থেকে শুরু করে প্রায় সব কটি জলাভূমিই রয়েছে। কাজেই যথাযথ সময়ে জলাভূমিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনায় যত্নবান হলে এসব অবারিত সম্পদগুলোর সংকটাপন্ন অবস্থায় রূপান্তর ঠেকানো যেতে পারে।

● **লেখক : প্রফেসর ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ**

খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষিজমি সংরক্ষণ

মো. শহিদুল্লাহ P-6, Ittefaq, 06 Feb. 2021

খাদ্যনিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম ভিত। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নের টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে খাদ্যনিরাপত্তা বিধান উৎপাদনশীল জমির পর্যাপ্ততার ওপর নির্ভর করে। দেশে প্রতিদিন গড়ে ২২০ হেক্টর কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান জমির দেশে কৃষিজমি এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে উৎপাদনশীল এক টুকরা কৃষিজমিও অনুৎপাদনশীল খাতে যাওয়া উচিত নয়। কৃষিজমির অন্যবিধ ব্যবহার অচিরেই বন্ধ করা না হলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ২৫ কোটি মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের পর্যাপ্ত জমি অবশিষ্ট থাকবে না। কৃষিজমি সুরক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও এখন পর্যন্ত কৃষিজমি রক্ষার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন নামে বহুল প্রত্যাশিত আইনটি গত এক দশক ধরে খসড়া পর্যায়ে আছে। কৃষিজমি সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে। উর্বরতা ও ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে কৃষিজমির শ্রেণি বিভাগ করে চিহ্নিত কৃষিজমি শুধু ফসল ফলানোর কাজেই ব্যবহার করা যাবে মর্মে নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন। কৃষিজমির মালিকানা হস্তান্তর, কেনাবেচায় কৃষি বিভাগের প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক করলে প্রকৃত কৃষিজমি সুরক্ষা এবং কৃষিজমিতে অকৃষি কার্যক্রম বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, ইটভাটা কৃষিজমি বিনষ্টের অন্যতম কারণ। ইট প্রস্তুত ও ভাটা (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ মোতাবেক দুই-ফসলি বা তিন-ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপন করা যাবে না বলা হলেও দেখা যায় কৃষিজমিতে অনেক ইটভাটা গড়ে উঠছে। ইটভাটা অনুমোদনের প্রাথমিক পর্যায়ে জমি ফসলি জমি কি না প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে; ভাটা স্থাপন করার পর অথবা মাঝপথে নয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংশোধন করে কৃষিজমি সুরক্ষার বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, কৃষিজমির পাশে ইটভাটায় জমির মালিকরা নগদ লাভের আশায় ফসল চাষ না করে পার্শ্ববর্তী ইটভাটায় মাটি বিক্রি করে দেন; মাটির উপরিভাগের ৩০ সেন্টিমিটার ফসল চাষের উপযোগী; মাটির ওপরের স্তর চলে গেলে সে মাটি আর চাষযোগ্য থাকে না। প্রস্তাবিত কৃষিজমি সুরক্ষা আইনে বিষয়টির প্রতিকারে সুনির্দিষ্ট ধারা 'চিহ্নিত কৃষিজমির মাটি বিক্রি করা যাবে না' যোগ করা প্রয়োজন।

খাদ্যের সংকুলান থাকলে শিক্ষা স্বাস্থ্য আইন-শৃংখলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সবই অক্ষুণ্ন থাকে। ২০০৮ সালে বৈশ্বিক মহামন্দা চলাকালে খাদ্য সংকটের কারণে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আইন-শৃংখলার চরম অবনতি মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। টেকসই খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা না গেলে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আমদানিকৃত খাদ্যের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে তিনবেলা খাবার জোগানো কঠিন হয়ে পড়বে। বিশ্ব খাদ্য বাজার চরম অনিশ্চিত একটি বাজার—যেখানে সংকটকালীন কিংবা নিজ দেশের প্রয়োজনে অথবা কূটনীতির মারপ্যাঁচে রপ্তানিকারক দেশ যখন তখন খাদ্যপণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, সে সময় বহুগুণ বেশি টাকা দিয়েও খাদ্যপণ্য কেনা যায় না। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে খাদ্য উৎপাদনে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ, বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য নিয়ে ঘোলাটে রাজনীতি প্রভৃতি কারণে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিজস্ব উৎপাদনের মাধ্যমে ধারাবাহিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজস্ব উৎপাদনের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে কৃষিজমি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ইঞ্চি কৃষিজমির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষিজমি সুরক্ষায় অবিলম্বে কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

P-8, Ittefaq, 13/02/2021

নগরে নিসর্গের কী প্রয়োজন?

ঢাকার জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ কোটি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০৩৫ সালে ঢাকার জনসংখ্যা দাঁড়াইবে সাড়ে ৩ কোটিতে। মানুষ তো অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা বদ্ধ মাছ নহে। সুস্থ-সুন্দর স্বাভাবিকভাবে বাঁচিতে খোলা পরিবেশ এবং পার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। এই জন্য গত অক্টোবরের বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস এবং শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন যে, করোনা ভাইরাসে শিশুরা স্কুলে যাইতে পারিতেছে না, সেই জন্য অভিভাবকরা যেন তাহাদের সন্তানদের নিকটবর্তী কোনো পার্কে লইয়া যান। পার্কে দিনে অন্তত এক ঘণ্টার জন্য হইলেও ছোটাছুটি বা খেলাধুলা শিশুরা করিতে পারে, সেই সুযোগটা সৃষ্টি করিবার কথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ, তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে শিশুদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থার জন্য সকল দিক হইতেই ইহার গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু কোথায় পার্ক? হ্যাঁ। বলা যাইতেই পারে, নগরবাসীর শরীরচর্চা ও বিনোদন আর শিশুদের খেলাধুলার জন্য ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে রহিয়াছে ৫৪টি পার্ক ও ২৫টি খেলার মাঠ। যদিও এই সকল পার্ক-মাঠের মধ্যে এখন ১২টির কোনো অস্তিত্বই নাই। যেই কয়টি মাঠ ও পার্কের অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেইগুলিও যথাযথ নজরদারি না থাকার কারণে একের পর এক বেদখল হইয়া যাইতেছে। বেদখল হইয়া যাওয়া এই সকল পার্কে ও মাঠে গড়িয়া উঠিতেছে বিভিন্ন দোকান, ক্লিনিক, আড়ত, রেন্ট-এ-কার স্ট্যান্ড, গাড়ির গ্যারেজ, মালামাল রাখিবার গুদাম, বাণিজ্যিক অবকাঠামো। এমনকি কোনো কোনো পার্ক ও মাঠ ময়লা-আবর্জনার ভাগাড় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে কোটি টাকার প্রশ্ন হইল, শিশুদের কোন পার্কে লইয়া যাইবেন তাহার অভিভাবকরা? ঢাকার জনসংখ্যা যখন বর্তমানের চার ভাগের এক ভাগ ছিল, তখনো শতাধিক পার্ক কিংবা খোলা জায়গা ছিল। তাহাও ছিল অপর্যাপ্ত। বলিবার অপেক্ষা রাখে না, একটি সুস্থ সুন্দর নগরে স্থানীয় পার্ক সারা পৃথিবীতেই অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত গড়িয়া তোলা হয়। ঢাকা সিটি করপোরেশনের মালিকানাধীন পার্কগুলির মধ্যে খুব বেশি হইলে ২০টি পার্ক বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হইল, সম্প্রতি পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে এক বৎসর আগেও যেইখানে একটি দৃষ্টিনন্দন পার্ক ছিল, সেই 'নগরে নিসর্গ' নামের পার্কটি ভাঙিয়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) বর্তমানে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) নির্মাণ করিতেছে। অর্থাৎ সেইখানে স্বচ্ছ পানির তলদেশে মাছ ঘোরাফেরা করিবে না আর। ভাসিয়া বেড়াইবে না হাঁসের দল। টিলার মতো স্থাপনার উপর হইতে ঝরনাধারা আর গড়াইয়া পড়িবে না। স্থানীয় শিশুরা তাহাদের শৈশবটাকে আর রাঙাইতে পারিবে না। পুরান ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে আগে এইখানকার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে যেই সকল পাখপাখালি হাট বসাইত, তাহারাও আসিবে না আর।

প্রশ্ন করা যাইতেই পারে—কী দরকার নগরে নির্সগের? কী দরকার সবুজের সমারোহের, পাখপাখালির? পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে কর্তৃপক্ষ দাবি করিয়াছেন, পার্কটি নাকি বেদখল হইবার উপক্রম হইয়াছিল! সেই কারণেই উহাকে নাকি ভাগাড়ে পরিণত করিয়া দখল হইতে রক্ষা করা হইল! কী চমৎকার সমাধান! আমরা ইতিমধ্যেই ঢাকার উভয় সিটি করপোরেশন মেয়রদ্বয়ের কাজের আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি। তবে কেবল প্রতিশ্রুতি ও সুন্দর কথাই কিন্তু ভাবমূর্তি জাগরুক রাখিবার জন্য যথেষ্ট নহে। কথার সহিত কাজের মিল না থাকিলে নগরে নিসর্গের মতো সুন্দর ভাবমূর্তিও প্রহসনে তথা ভাগাড়ে পরিণত হইতে পারে। আমরা আশা করিব, সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মনিষ্ঠ মেয়র 'নগরে নিসর্গ'কে ভাগাড় বানাইবার সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসিবেন এবং উহাকে আরো নান্দনিকভাবে সাজাইয়া তুলিবেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে সারা দেশে তৈরি করা হচ্ছে ৫৬০টি মডেল মসজিদ। ছবিটি সিরাজগঞ্জ থেকে তোলা —সামসুল হায়দার বাদশা

P-15 | Ittefaq | 13/01/2021

মসজিদ হবে ইসলামি সংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র

সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, মুজিববর্ষে ১৭০টি মসজিদ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

■ মুন্না রায়হান, রংপুর ও সিরাজগঞ্জ থেকে ফিরে

শুধু নামাজ নয়, এর পাশাপাশি ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, ইমামদের প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরি, মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণসহ আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে এক মসজিদ ভবনেই। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই হবে ইসলামি সাংস্কৃতিক চর্চা। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সারা দেশে এমন ৫৬০টি 'মডেল মসজিদ' নির্মাণ করছে সরকার। এরমধ্যে মুজিববর্ষে ১৭০টি মসজিদের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ প্রসঙ্গে প্রকল্পের পরিচালক মো. নজিবুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মূল্যবোধের প্রচার এবং উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের 'প্রকৃত মর্মবাণী' প্রচারের লক্ষ্যেই সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। সারা দেশে প্রতিটি জেলা সদর ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। বিশ্বের ইতিহাসে একসঙ্গে এত মসজিদ নির্মাণের ঘটনা এটিই প্রথম বলে জানান তিনি। জেলা সদরের মসজিদগুলোতে একসঙ্গে ১২০০ মানুষ ও উপজেলার মডেল মসজিদগুলোতে একসঙ্গে ৯০০ মানুষ নামাজ আদায় করতে পারবেন।

সম্প্রতি রংপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের মডেল মসজিদের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, এই দুটি মসজিদের নির্মাণকাজ প্রায় শেষের দিকে। সিঁড়ি ও মেঝেতে টাইলস লাগানোর কাজ চলছে। এরপর সৌন্দর্যবর্ধন ও রঙের কাজ হবে। ৪০ শতাংশ জায়গার ওপর নির্মিত এ মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে থাকছে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা। নারী ও পুরুষের আলাদা অজু ও নামাজের জায়গা ছাড়াও ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, ইমামদের প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরি, শিশুশিক্ষা, অটিজম কেন্দ্র, গণশিক্ষা কেন্দ্র, মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ, ইসলামিক বই বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। থাকছে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও দেশিবিদেশি পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থা। এছাড়া গাড়ি পার্কিং সুবিধাও রয়েছে।

সিরাজগঞ্জের 'মডেল মসজিদ'-এর নির্মাণকাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক ফারুক আহমেদ ইত্তেফাককে জানান, আগামী মার্চেই এ মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, ৯টি উপজেলা ও জেলা সদর মিলিয়ে সিরাজগঞ্জে মোট ১০টি মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে।

ইসলামি ফাউন্ডেশন রংপুর কার্যালয়ের মাওলানা দেলোয়ার হোসেন বলেন, ইসলামের প্রসারে সারা দেশে একসঙ্গে এতগুলো মসজিদ নির্মাণ অনেক বড় উদ্যোগ। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, এখানে নামাজের পাশাপাশি ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণার ফলে ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তি এবং অপব্যাখ্যা দওয়ার সুযোগ দূর হবে বলে … করেন তিনি।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, সারা দেশে তিন ক্যাটাগরিতে এই মসজিদগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে বিভাগীয় শহর ও জেলা পর্যায়ে চারতলা, উপজেলায় তিনতলা এবং উপকূলীয় এলাকায় চারতলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এ-ক্যাটাগরিতে সিটি করপোরেশন এলাকায় ও ৬৪টি জেলা শহরে ৬৯টি, বি-ক্যাটাগরিতে উপজেলা পর্যায়ে ৪৭৫টি ও সি-ক্যাটাগরিতে উপকূলীয় এলাকায় ১৬টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে উপকূলীয় এলাকার মসজিদগুলোতে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে নিচতলা ফাঁকা থাকবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সারা দেশে প্রতি বছর মডেল মসজিদগুলোর লাইব্রেরিতে একসঙ্গে ৩৪ হাজার পাঠক পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। এছাড়া প্রতি বছর ১৪ হাজার কোরআনে হাফেজ তৈরি হবেন, ১ লাখ ৬৮ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাবে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের ২০১৪ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে সারা দেশে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে উন্নত মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা ব্যয়ে সারা দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। জেলা শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় চারতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণে ১৫ কোটি ৬১ লাখ ৮১ হাজার টাকা, উপজেলা পর্যায়ে তিনতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণে ১৩ কোটি ৪১ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং উপকূলীয় এলাকায় ১৩ কোটি ৬০ লাখ ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে।

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Public Administration
Bangladesh Civil Service Administration Academem
Publication Section
Shahbag, Dhaka- 1000
www.bcsadminacademy.gov.bd

Inviting Article(s) for

Bangladesh Journal of Administration and Management

Bangladesh Civil Service Administration Academy is inviting articles for **Bangladesh Journal of Administration and Management (Volume 33, No. 2)**. Manuscripts should be based on newly generated data which have not previously been published on following disciplines/areas in the context of Bangladesh.

Public Administration, Public Policy, Training Management, Digital Office Management, Development Plan of the Government, SDGs Related to Public Administration and Development, Local Government, Development Economics, Innovation in Public Service Delivery, Modernization of Land Management, Environment Management, Social Protection, Disaster Management and Good Governance.

Subjects mentioned above which have a connection to the birth century of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 50 years of the independence will highly be appreciated. The word limit of the manuscripts must be within 6000 words. The Article must have an abstract of 250-300 words. Manuscript should be submitted as MS Word file with Times New Roman font (12 Size). The Referencing style should be Harvard Referencing. The title page should include the name(s) of the author(s), the email address and the telephone number of corresponding author. Interested academicians, researchers and practitioners are requested to send article(s) to the undersigned at **ddrp@bcsadminacademy.gov.bd**by **28 February 2021.** Editorial Policy and Submission Guideline can be found at www.bcsadminacademy.gov.bd. Author(s) of the published article(s) will receive honorarium as per existing rule of the Academy.

Mohammad Khaled Rahim
Director (Research & Publication)
Phone: 0255165907
directorrrp@bcsadminacademy.gov.bd

স-৪৩১ (৭×৪)

উলটে পড়া তিনতলা ভবন। (ইনসেটে) ভবনে আটকে পড়াদের এভাবে বের করে আনা হয়। গতকাল ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে তোলা ছবি —ইত্তেফাক

P-1, Ittefaq, 20 Feb. 2021

তিনতলা ভবন উলটে ঝিলের পানিতে

শিশুসহ আহত ৮, আরো পাঁচটি বাড়ি পরিত্যক্ত ঘোষণা

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার চড়াইল খেলার মাঠ এলাকায় ইলনের তিনতলা বাড়িটি শুক্রবার সকালে আকস্মিকভাবে উলটে ঝিলের পানিতে পড়ে যায়। এসময় ভবনে শিশুসহ কয়েক জন বাসিন্দা আটকা পড়ে। সকাল সাড়ে ৯টায় কেরানীগঞ্জ উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থালে পৌঁছে দুই নারীসহ আট জনকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় পার্শ্ববর্তী দুটি তিনতলা ভবনসহ আরো পাঁচটি বাড়ি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে ১৭টি পরিবারকে সরিয়ে বাড়ির বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিছিন্ন করে দেয় স্থানীয় প্রশাসন।

ফায়ার সার্ভিসের অফিস ইনচার্জ ফারুক আহমেদ জানান, রাজউকের কোনো প্রকার অনুমোদন ও পাইলিং ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে ঝিলের পানির মধ্যে প্রথমে একতলা ভবন তৈরি করা হয়। এক বছর পর ঐ ভবনটি তিনতলায় রূপান্তর করা হয় এবং সেখানে ছয়টি পরিবার বসবাস করে আসছিল। ঝিলের পানির ভেতর এবং পাইলিং না করার কারণে ভবনটি উলটে পড়ে বলে ধারণা করা হয়। ফায়ার সার্ভিস এজন্য ভবন মালিককে দায়ী করেছেন। পাশের আরো দুটি ভবনও ঝুঁকিপূর্ণ বলে তারা জানায়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি কাজী মাইনুল হোসেন জানান, কেরানীগঞ্জে বেশির ভাগ ভবনই রাজউকের অনুমতি ছাড়া অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। আর এ কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটনার পরপর ঢাকা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও রাজউক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বেলা ২টায় উদ্ধার অভিযান শেষ করে ফায়ার সার্ভিস। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী রাজউককে দোষারোপ করে নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, সাত সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী পাঁচ দিবসের মধ্যে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Multi-lot
চিঠিপত্র ইত্তেফাক
মেসার্স

Ministry of Water Resources
Bangladesh Secretariat, Dhaka.

P. k
Ittefaq
22/02/2021

Invitation For Tender

Open Tender Method (OTM)

No: 42.00.0000.050.07.001.21-**109** Date: **16.02.2021**

1	Procurement Method	Open Tender Method (OTM) (Under PPR-2008, Rules-89)
2	Source of fund	GOB.
3	**Program Name**	Supply (Lot-1) Stationery, (Lot-2) Computer & Computer Accessories & (Lot-3) Furniture for the Ministry of Water Resources.
4	**Tender Package Name**	Supply (Lot-1) Stationery, (Lot-2) Computer & Computer Accessories & (Lot-3) Furniture for the Ministry of Water Resources.
5	Tender Publication Date	22 February 2021
6	Last Selling Date of Tender Schedule	8-11 March 2021, During Office Time
7	Closing Date of Tender Schedule & Dropping	14 March 2021, Time 12.AM
8	Opening Date of Tender Schedule	14 March 2021, Time 03.PM
9	Name and address of the office dealing tender document	Joint Secretary (Admin), Room No-401, Duilding-06, 5th Floor, Ministry of Water Resources.
10	Places of Selling Tender Document	Assistant Secretary (Admin-3), Room No-414, Duilding-06, 5th Floor, Ministry of Water Resources.
11	Places For Receiving Tender Document	Joint Secretary (Admin), Room No-401, Duilding-06. 5th Floor, Ministry of Water Resources.
12	Opening Tender Document	Room No-414, Duilding-06, 5th Floor, Ministry of Water Resources.
	INFORMATION FOR TENDER	
13	Eligibility of Tenderner(s)	Updated Trade License, Vat, Income tax/Tin and Certificate etc. must be submitted any Contractor or Supplier who must have some experience in this regards. No tender document cannot be used for submission of tender proposals by more than one tender.
14	Brief description of the goods or works	Supply the(Lot-1) stationery, (Lot-2) Computer & Computer Goods, Electronic Equipment & (Lot-3) Furniture for the Ministry of Water Resources. (As per the Schedule).
15	Tender Document Price	Per lot 500/-(Five Hundreds) Taka. The method of payment will be Challan.
	PROCUREMENT ENTITY DETAILS	
16	Procurements Entity	Senior Secretary, Ministry of Water Resources.
17	Name of officer Inviting tender	A S M Suza
18	Designation of official inviting tender	Assistant Secretary (Admin-3), Ministry of Water Resources.
19	Address of the official inviting tender	Assistant Secretary (Admin-3), Room No-414, Duilding-06, 5th Floor, Ministry of Water Resources.
20	Contract Details of the official invitation tender	Tel: 02-9545132
21	Special condition	The Procurement entity reserves the right to accept or reject any/all without assigning any reason.
22	Contact Period	A Contact Must be Signed and contract Period would be minimum (01) One year. It may be extended.

16.02.2021

A S M Suza
Assistant Secretary (Admin-3).
Phone: 9545132

স-৪৯২ (৮×৪)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

৪, সোবহানবাগ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭
☎ ৫৮১৫৫০৩৪, ৫৮১৫৫০৭৭, ৫৮১৫৫১১৬, ৯১০৩১৭১-৩ (পিএবিএক্স)
৫৮১৫২৪৭৬ (ফ্যাক্স)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, মার্চ ২০২১

তারিখ ও সময়	স্থান ও ফি	কোর্স সমন্বয়কারী
1. সু-শাসন(Good Governance) সংহতকরণ বাস্তবায়নে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেনস চার্টার, ও পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন		
মার্চ ০৫-০৬ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম ঢাকা ৬,০০০/-	মোঃ জাফর আলী সেল : ০১৭১২-৫৯৪৬২১ ই-মেইল : alizafarbim@gmail.com zafar.ali@bim.gov.bd
2. PPR 2008 & Public Procurement Management		
মার্চ ০৭-১১ ০৯:৩০-১৭:৩০	বিআইএম ঢাকা ৮,০০০/-	মোঃ আমিনুল ইসলাম সেল :০১৭১৮-৪২৭৯৫৭ ই-মেইল : aminulmcbim@gmail.com aminul.islam@bim.gov.bd
3. Practical Income Tax & VAT Management		
মার্চ ০৭-১৮ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	তানভীর হোসাইন সেল :০১৭২৬-১৩৪৪০০ ই-মেইল : bim.tanvir@gmail.com tanvir.hossain@bim.gov.bd
4. Brand Management for Effective Marketing		
মার্চ ০৭-১৮ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	ড. উত্তম কুমার দত্ত সেল :০১৭১৫-৭৮২০৫৪ ই-মেইল : ukdatta1969@gmail.com uttam.datta@bim.gov.bd
5. Accounting Software Tally. ERP 9		
মার্চ ১২, ১৩, ১৯ ও ২০ ০৯:০০-১৭:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	তানভীর হোসাইন সেল :০১৭২৬-১৩৪৪০০ ই-মেইল : bim.tanvir@gmail.com tanvir.hossain@bim.gov.bd
6. সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন		
মার্চ ১৩-১৪ ০৯:০০-১৭:৩০	বিআইএম ঢাকা ৬,০০০/-	এম. আমিনুর সেল :০১৭১৬-৫৫১৬৬১ ই-মেইল : amenoor.bim@gmail.com aminoor@bim.gov.bd
7. Supply Chain Management		
মার্চ ১৩-২৪ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান সেল :০১৮১৯-২৩১২১৯, ০১৭২৭-৬৫৪৪২৮ ই-মেইল : sayeed19@gmail.com sayeedur.rahman@bim.gov.bd
8. Human Resource Management for New HR Professionals		
মার্চ ১৪-২৫ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৯,০০০/-	মুহাম্মদ মইনুল ইসলাম সেল : ০১৭২০-৪৬২২০২ ই-মেইল : mainul0786@yahoo.co.in mainul.islam@bim.gov.bd
9. Spread Sheet Analysis with MS-Excel		
মার্চ ১৪-১৮ ১০:০০-১৪:০০	বিআইএম ঢাকা ৬,০০০/-	ফারখুন্দা ডরিন সেল :০১৭১১-৯০৭৪১৮ ই-মেইল : dorin.bim@gmail.com farkhunda.dorin@bim.gov.bd
10 Practical Human Resource Management for Managers & Executives		
মার্চ ১৪-১৮ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৭,০০০/-	মোঃ জাফর আলী সেল : ০১৭১২-৫৯৪৬২১ ই-মেইল : alizafarbim@gmail.com zafar.ali@bim.gov.bd
11 Supply Chain Management		
মার্চ ১৮-২৭ ১৮:৩০-২১:৩০	বিআইএম চট্টগ্রাম ৬,০০০/	প্রকৌঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম সেল : ০১৫৩৪-৬৬৯১৭১ ই মেইল : tariqul2006@yahoo.com tariqul.islam@bim.gov.bd
12 Professional Learning and Development Competencies(PLDC)		
মার্চ ২১-২৫ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৭,০০০/-	মামুন মুজতাবা সেল :০১৭১৬-৬৫৩৬২৬ ই-মেইল : mamunmuztaha.bim@gmail.com mamun.muztaba@bim.gov.bd
13 Essential Skills for Human Resource Management Professionals		
মার্চ ২১-২৫ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম ঢাকা ৭,০০০/-	শেখ সজিবুর রহমান সেল : ০১৯১১-১৮৭৭৮০ ই-মেইল : sksajibbim@gmail.com shaik.sajibur@bim.gov.bd
14 Project Management		
মার্চ ২৪-২৮ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম খুলনা ১০,০০০/-	ড. ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মামুনুর রশিদ সেল :০১৭১২-৭০০৪১২ ই-মেইল : mamun87245@gmail.com mamunur.rashid@bim.gov.bd
15 Public Service Innovation		
মার্চ ৩০-৩১ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম ঢাকা ৬,০০০/-	ফারখুন্দা ডরিন সেল :০১৭১১-৯০৭৪১৮ ই-মেইল : dorin.bim@gmail.com farkhunda.dorin@bim.gov.bd

উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপকদের জন্য উপযোগি। যে কোন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তি উল্লেখিত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোর্সসমূহে অংশগ্রহণের জন্য কোর্স ফি মহাপরিচালক, বিআইএম - এর অনুকূলে যে কোন তফশিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। বিস্তারিত ওয়েব সাইট দেখুন: www.bim.gov.bd

তাহমিনা আখতার
মহাপরিচালক

স-৪৯৪ (১৩.৫×৩)

বিআইএম

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

Government of The People's Republic of Bangladesh

Office of the Project Director of Integrated and Participatory Project to Control Noise Pollution
Department of Environment
Paribesh Bhaban
E-16, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
www.doe.gov.bd

P-5
Ittefaq
2 March '21

No-22.02.0000.002.-4.004.21.-105 Date: 01/03/2021

Request for Expression of Interest (EoI) for National Individual Consultant

1	Ministry	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
2	Agency	Department of Environment (DoE)
3	Procuring Entity Name	Project Director, Integrated and Participatory Project to Control Noise Pollution.
4	Procuring Entity District	Dhaka
5	Expression of Interest for Selection of	Individual Consultant (National)
6	Name and No. of position	Training and Campaign Specialist, 01 (One)
7	Procurement Method/ Sub-Method	Selection of Individual Consultants (SIC)
8	Budget and Source of Funds	GoB
9	Project/Programme Code (if applicable)	224310900
10	Project/Programme Name (if applicable)	Integrated and Participatory Project to Control Noise Pollution.
11	Place of EoI Collection, Submission	Room No: 604, Paribesh Bhaban (Level-6), Department of Environment, E-16, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
12	EoI Opening	Room No: 605, Paribesh Bhaban (Level-6), Department of Environment, E-16, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
13	EoI Closing Date and Time	2.00 PM on 18.03.2021
14	EoI Opening Date and Time	3.00 PM on 18.03.2021
INFORMATION FOR APPLICANT		
15	Brief Description of Assignment:	• Complete training and campaign work in consultation with the Project Director. • Formulate/Organize and an implementation realistic plan for training and campaigning that helps to achieve the objectives of the project and allows trainees the maximum opportunity to participate. • Complete communication with the concern person/ organization /Agency for being • Organized training and campaign with target groups in 64 districts with Divisional Headquarters. • Prepare regular reports and hand over to the project director and send accordingly.
16	Qualification & Experience Required:	• Postgraduate in Environmental Science / Any related subject. • Applicant must have at least 10 years of experience in related activities. • Must have 5 years experience as a consultant. • Preference will be given to organizations of previous work experience with the Department of Environment. • Work experience with national and international organizations.
17	Other Information	• Interested applicants are invited to provide information indicating that they are qualified to perform the services indicating in the ToR (Complete CV with supporting documents and other details as required). Interested applicants are required to submit their expressions of interest in accordance with the Standard application forms which may be collected during normal office hours. Consultant will be selected using the selection of individual consultant sub-method in accordance with Public Procurement Rules 2008. • Detailed profile of the applicants with list of jobs performed by mentioning appointing organizations shall be submitted where their role in the relevant work will be mentioned. • The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any/all Expression of Interest (EoI). • This advertisement and details Terms of Reference (ToR) is available in the website: www.doe.gov.bd

H Kabir 01.03.2021

(Md. Humayun Kabir)
Project Director
Integrated and Participatory Project to Control Noise Pollution.
Phone: 8181767
Email: adg@doe.gov.bd

স-৫৮৪ (৭×৩)

প্রাণ ফিরছে ঢাকার খালে

■ নিলয় মামুন P-16 | Ittefaq, 6 March 2024

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন শ্যামপুর খাল। খালের মুখে প্রশস্ততা ১০০ ফুট থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে ছিলো ৮ ফুট। আর ৯২ ফুটই অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিয়েছিলেন। সিটি করপোরেশন ওয়াসার কাছ থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পরেই সেই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু করে। আবর্জনা পরিষ্কারের মাধ্যমে খালে শুরু হয় পানি প্রবাহ। বর্তমানে সেই খালের প্রায় ৭৫ ভাগ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ আবর্জনা পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছে সিটি করপোরেশন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন ১৩টি খালের মধ্যে সাতটি খালের অবৈধ স্থাপনা ও পাঁচটি কালভার্টের মধ্যে দুটি থেকে প্রায় ২ লাখ টন বর্জ্য পরিষ্কার করেছে ডিএসসিসি।

দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমডোর মো. বদরুল আমিন বলেন, সিটি করপোরেশনের জিরানী খাল, মান্ডা খাল, শ্যামপুর খাল, কদমতলা খাল, কমলাপুর খালসহ সাতটি খালের ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার পানির প্রবাহ শুরু হয়েছে। তবে এখনো খালে বর্জ্য ফেলা কমেনি মানুষের। আমরা চেষ্টা করব সব খালই পর্যায়ক্রমে দখলমুক্ত করে পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে।

দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মতো ওয়াসার কাছ থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পরেই ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনও ১৮টি খালের অবৈধ স্থাপনা ও বর্জ্য পরিষ্কার করে পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এম সাইদুর রহমান বলেন, পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাণ ফিরছে

১৬ পৃষ্ঠার পর P-2, Ittefaq, 6 March 2021

আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের ২৭টি খালেরই পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনার কাজ করব।

ঢাকার ২৬টি খাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার কাছ থেকে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দুই সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এরপর থেকে জলাবদ্ধতা নিরসনের অংশ হিসেবে খাল ও নালা পরিষ্কার ও দখলমুক্ত করতে টানা অভিযান পরিচালনা করছে দুই সিটি করপোরেশন।

ঢাকায় খালের সংখ্যা নিয়েও রয়েছে মতভেদ। নদী নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের ২০২০ সালের জরিপের তথ্য অনুযায়ী ঢাকায় ৭৩টি খাল রয়েছে। তবে ২০১৬ সালে করা ঢাকা জেলা প্রশাসনের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী খালের সংখ্যা ৫৮টি। তখন জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এসব খালের মধ্যে ৩৭টি খালেই দখলদার রয়েছে। ফলে এসব খাল স্বাভাবিক প্রবাহ হারিয়েছে। আর বাকি সব কটি খালের জায়গায় রাস্তা হয়েছে। এদিকে সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে তারা তাদের নিজস্ব অর্থায়নে খাল উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। আর এ পর্যন্ত খাল উদ্ধারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দক্ষিণ সিটি করপোরেশন খাল উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের কাছে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। আর উত্তর সিটি করপোরেশন খাল উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে।

খাল উদ্ধারের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, আমরা গত জানুয়ারি থেকে খালগুলো থেকে বর্জ্য অপসারণ শুরু করেছি। আমরা খাল থেকে প্রায় ২ মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণ করেছি। পর্যায়ক্রমে আমরা সবগুলো খালে পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনব।

P-8, Ittefaq, 6 March 2021

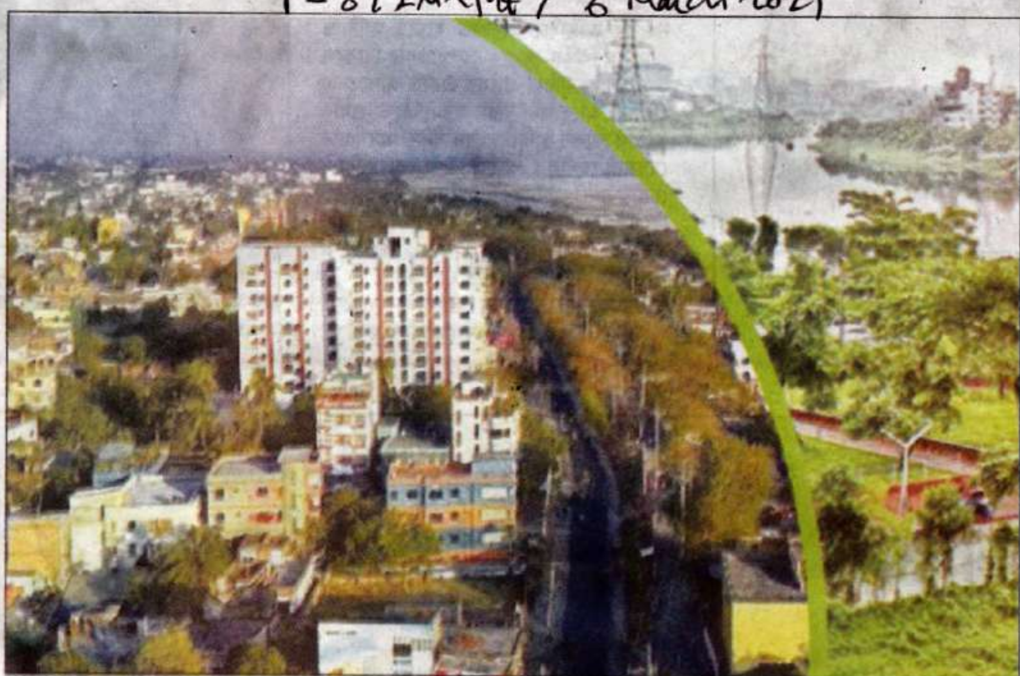

জরুরি পরিবেশবান্ধব টেকসই নগরায়ণ

মাহমুদ কামাল এনামুল হক

বলা হচ্ছে, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এখন শহরমুখি এবং শহরের লোকসংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগ বেড়ে যাবে। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে করা উচিত যাতে জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে, সেটা গাছের ক্ষেত্রে হোক কিংবা কোনো পোকামাকড়ের ক্ষেত্রেই হোক। এটা ইকো সিস্টেম ফিরিয়ে আনার জন্য খুব জরুরি। বড় শহরগুলোতে শিল্পকারখানার বর্জ্য, যানবাহন থেকে সৃষ্ট দূষিত ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ করছে, যা জনস্বাস্থ্যের ওপর ফেলছে ক্ষতিকর প্রভাব। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আমরা প্রতিদিন ধ্বংস করছি গাছপালা আর সবুজ আচ্ছাদন। ভরাট করছি জলাশয়। নষ্ট করছি জীববৈচিত্র্য। বায়ু ও শব্দ দূষণের ফলে নগরবাসী আক্রান্ত হচ্ছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে।

বিশ্বের শহরগুলোর বাসযোগ্যতা সম্পর্কে ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ঢাকা শহরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বসবাসের সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে বিশ্বের ১৪০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৩৭। অথচ ঢাকা একদা সুন্দর শহর ছিল। ১৯১১ সালের আগ পর্যন্ত ঢাকা ছিল প্রাদেশিক রাজধানী। এই রাজধানীর মর্যাদা হারানোর পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নতুন এক ঢাকা গড়ে উঠেছিল। খুব বিত্তের বৈভব না থাকলেও পুরনো শহরের আভিজাত্য আর নতুন স্থাপনাগুলোর সহজ সৌন্দর্য মিলে দৃষ্টিনন্দন নগর সৃষ্টি হয়েছিল। ঢাকা ছিল সেই সময়কার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাভূমি। তবে প্রশাসকরা ঢাকাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা সাজালেও দেশের অন্যান্য শহর নিয়ে সে রকম পরিকল্পনা ছিল না। সে কারণেই ঢাকার মতো আর কোনো শহর গড়ে ওঠেনি।

অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের ফলে বসবাসকারীরা নানাবিধ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বিশৃঙ্খল নগর উন্নয়ন, বেকারত্ব, পরিবেশের অবনতি, মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির অভাব, অপরাধ এবং দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দেবে। এজন্য সুষম ও টেকসই নগরায়ন নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ জরুরি। ৫০ বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি হারে নগরায়ন হয়েছে বাংলাদেশে। তবে বাংলাদেশে যে হারে এগোচ্ছে, উন্নত দেশগুলো ১৯ শতকে এই হারেই অগ্রসর হয়েছিল। এসব তথ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের লিভারেজিং আরবানাইজেশন ইন সাউথ এশিয়া: ম্যানেজিং স্পেশাল ট্রান্সফরমেশন ফর প্রসপারিটি অ্যান্ড লিভেবিলিটি শীর্ষক প্রতিবেদন বলছে, বর্তমানে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করছে। নগরায়নের এই মাত্রা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫১ সালে বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করবে।

বিশ্বের শহরগুলোর বাসযোগ্যতা নির্ণয় করা হয় স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য পরিসেবা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা ও অবকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এগুলোকে অবহেলা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এগুলো শুধু একটি দেশের শহরের বাসযোগ্যতাকেই বোঝায় না, সারা দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির প্রতিও ইঙ্গিত করে। আমাদের সৌভাগ্য—জনসংখ্যা, যানজট, জলাবদ্ধতা, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোকে বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে বিবেচনা করা হয়নি।

আমরা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে পরিকল্পিত, পরিবেশবান্ধব, সবুজ ও টেকসই নগরের কথাই বলছি বারবার। আমরা বলছি ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে নগর ও নগরীয় কৃষির বাংলাদেশ। নগর পরিকল্পনায় কৃষিকে অন্তর্ভুক্ত করে নগরবাসীর প্রয়োজনীয় খাবার শাকসবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, দুধ-ডিম উৎপাদন করতে হবে। সেসঙ্গে নগরের বাড়িঘরের ছাদে, রাস্তার দুই ধারে, সড়কদ্বীপে, অফিস-আদালতের অব্যবহৃত জায়গায়, জলাশয়ের ধারে, কবরস্থান ও শ্মশানের খালি জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করে ঢাকাসহ দেশের সব নগরকে সবুজায়িত করতে হবে। যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসনে নিতে হবে সুদূরপ্রসারী ও সমন্বিত পরিকল্পনা।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও জৈবসার প্রস্তুতের ওপর গ্রহণ করতে হবে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প। প্রতিটি শহরের আশপাশের নদীনালা, খালবিলগুলোকে করতে হবে দখল ও দূষণ মুক্ত। যত দিন যাচ্ছে, নগরবাসীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা ও বেশি আয়ের আশায় এবং নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাড়িঘর হারিয়ে সর্বস্বান্ত মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে শহরের বস্তিগুলোয়। এভাবে নগরের জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে। সে কথা মাথায় রেখেই নগরকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং সে অনুযায়ী সব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে এখন থেকেই।

এ কারণে আমাদের নগর পরিকল্পনার দার্শনিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। সুষম ও টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথমেই নগরায়ন রূপকল্প বা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, যা মূলত নাগরিকবান্ধব এবং মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হবে। তবে নগরবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া পরিবেশবান্ধব পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

● শিক্ষার্থী, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

P-16, Ittefaq, 7 March 2021

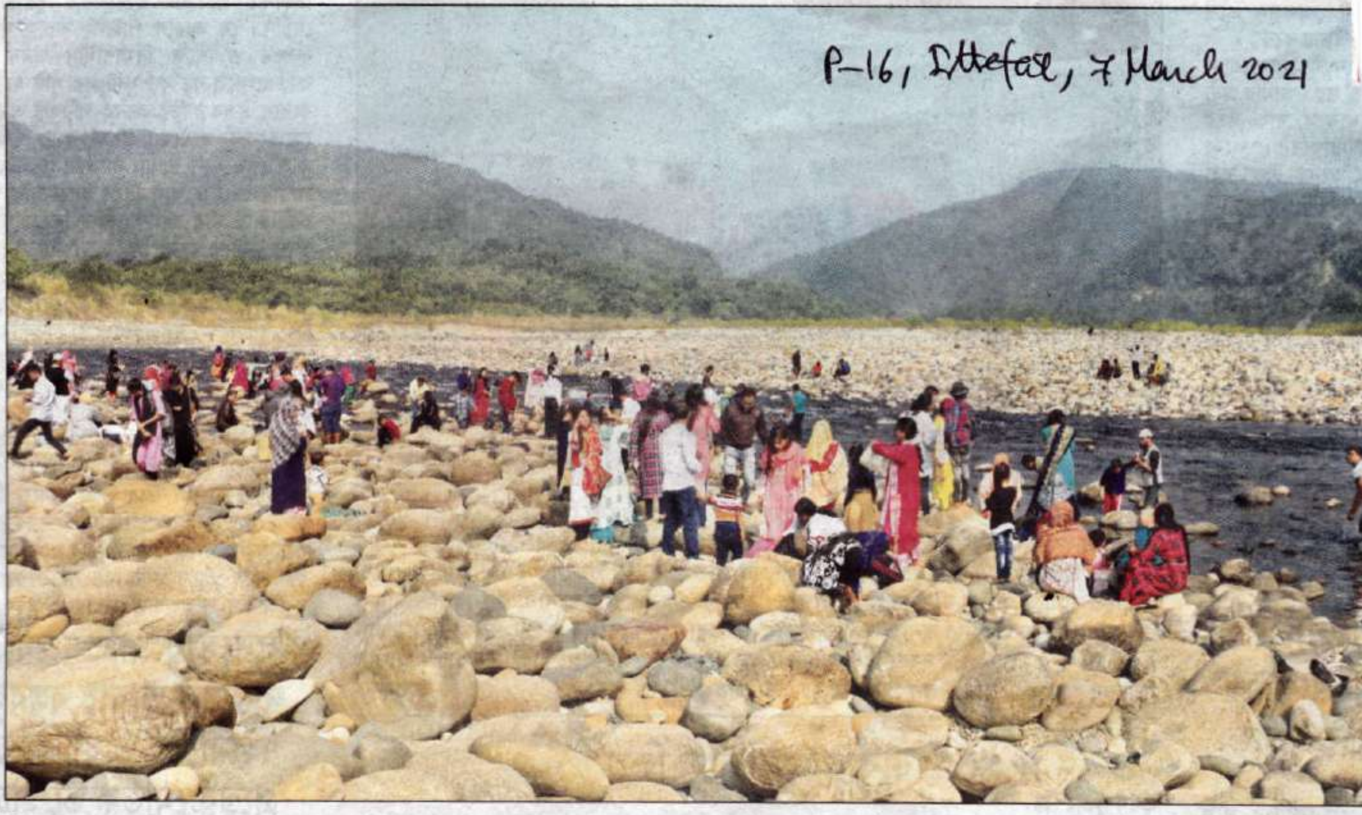

সিলেট : মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে সাদা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পানির স্রোত ধারা। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে বেড়েছে পর্যটকের ভিড়। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ থেকে তোলা ছবি —আব্দুল বাতিন ফয়সল

পর্যটন

পাহাড়ের পাদদেশে অপার সৌন্দর্যের আধার ভোলাগঞ্জের 'সাদা পাথর'

■ **হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস**

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট সীমান্ত ঘেঁষা মেঘালয়ের আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের নিচে রাশি রাশি বোল্ডার পাথর (ছোট ছোট পাথর)। নয়ন জুড়ানো শীতল পানিতে যেন ভাসছে এসব পাথর। জল আর পাথরের মেলবন্ধনই এখন 'সাদা পাথর' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। হেমন্তে সাদা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শীতল পানির স্রোতধারা। আর বর্ষায় আকাশ ছোঁয়া মেঘালয় পাহাড়ের বুক চিড়ে নেমে আসে অসংখ্য সফেদ ঝরনাধারা। আবার মাঝেমধ্যে পাহাড়ের গায়ে তুলোর মতো মেঘরাশির অপরূপ সৌন্দর্যের দেখা মেলে সীমান্ত উপজেলা কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে।

সিলেটের এই এলাকাটি অন্যতম পর্যটন স্পট। শীত-বর্ষা, দুই মৌসুমেই প্রতিদিন হাজার হাজার নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ ছুটে আসেন এই 'সাদা পাথর' দেখতে। এই 'সাদা পাথর' না দেখলে ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায়—এমনটাই মনে করেন এখানে বেড়াতে আসা প্রকৃতিপ্রেমীরা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা স্ফটিক স্বচ্ছ জলের নিচে নানা রঙের পাথরের খেলা চলে অবিরত। গরমে হিমশীতল জলে গা ভিজিয়ে ঝিরি ঝিরি স্রোতে আপন মনে ভেসে চলা এক পরম সুখকর অনুভূতি। কেউবা হামাগুড়ি দিয়ে সাঁতার কাটে। আবার কেউ টিউবের ওপর ভেসে বেড়ায় স্রোতের টানে।

বহুকাল আগ থেকেই পাহাড়, পানি, পাথর, ঝরনা মিলিয়ে এই রূপকথার রাজ্যে ছুটে আসতেন। তখন জায়গাটি অনেকটাই দুর্গম পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পাহাড়ের পাদদেশে

১৬ পৃষ্ঠার পর P-2, Ittefaq, 07/03/2021

প্রকৃতির ছিল। কয়েক বছরে সিলেট-ভোলাগঞ্জ সড়কটি উন্নত হওয়ায় এখন 'সাদা পাথর' এলাকাটি নতুন রূপে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মূলত এটি অপূর্ব এক পাথুরে রাজ্য। এখানে এক সময় ছাতক-ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে লাইন নির্মিত হয়। রেললাইনের স্লিপারের নিচে পাথর সরবরাহের জন্য ভোলাগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় ক্রাশার মেশিন (পাথর ধ্বংসকারী মেশিন) স্থাপন করা হয়। নানা কারণে সেটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে।

সিলেট থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে সড়ক পথে যাওয়া যায় 'সাদা পাথর' এলাকায়। তবে সেখানকার ধূলিময় ১০ নম্বর নৌকা ঘাট এলাকা প্রথমে বিরক্তির সৃষ্টি করে। কারণ ঐ স্থানে রয়েছে পাথর ভাঙার অসংখ্য ক্রাশার মেশিন। তাছাড়া ঐ স্থানে রয়েছে ভোলাগঞ্জ শুল্ক স্টেশন। এই পথে ভারত থেকে চুনাপাথর আমদানি হয়। তাই এলাকাটি সব সময় ধূলিময় থাকে। এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট। কিন্তু রেস্টুরেন্টগুলোতে ভালো মানের ওয়াস রুম না থাকায় দর্শনার্থীরা কিছুটা বিপাকে পড়েন। বিশেষ করে নারী দর্শনার্থীদের বড় বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রতিদিন এখানে অন্তত ৩০ সহস্রাধিক লোকের আনাগোনা। ১০ নম্বর ঘাট থেকে নৌকা করে ২০ মিনিটের দূরত্বে যেতে হয় সাদা পাথর স্পটে। আট জনের নৌকা ৮০০ টাকায় ভাড়া নিয়ে যাওয়া যায়। সীমান্ত এলাকায় রয়েছে ভোলাগঞ্জ বিজিবি ক্যাম্প ও একটি মসজিদ।

কথা হয় চট্টগ্রাম থেকে সাদা পাথর দেখতে আসা শিক্ষানুরাগী আবদুল মতিন সেলিম, সেলিমুজ্জামান, আনোয়ার সিদ্দিক চৌধুরী এবং ব্যবসায়ী কায়সার আহমদ ও জাহাঙ্গীর সিদ্দিক চৌধুরীর সঙ্গে। তাদের ভাষ্য, 'সাদা পাথর এলাকা' আমাদের মুগ্ধ করেছে। তবে এখানের পরিবেশ আরো শৃঙ্খলিত ও পরিকল্পিত করলে উপভোগ্য হবে; পর্যটক বাড়বে ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রসার লাভ করবে।

মতামত

মঙ্গলবার, ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭
৯ মার্চ ২০২১

দৈনিক ইত্তেফাক

ড. শামসুল আলম

P-8, Ittefaq, 9 March 2021

পরিকল্পনা সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

স্মরণকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল পরিস্থিতি পেয়েছে। এটা অর্থনীতির জন্য বিরাট এক শুভ লক্ষণ। কারণ, অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য দরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। যেখানে অনিশ্চয়তার আধার থাকবে, সেখানে ব্যবসায় কার্যক্রম বাড়তে পারে না

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে পরিকল্পনা কোষ গঠিত হয়। এর আগে বিভিন্ন সরকারের সময়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও কার্যত বাস্তবায়নে তেমন গুরুত্ব ছিল না। ২০০৩-২০০৯ বাংলাদেশে কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল না, যা সংবিধানের ১৫ (খ) অনুচ্ছেদ-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই সময়ের মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাংকের চাপিয়ে দেওয়া দুটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র। এসব কৌশলপত্রে প্রবৃদ্ধির কোনো হার নির্দিষ্ট ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফিরে আসে।

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার দিনবদলের সনদ রূপকল্প ২০২১ নামে পরিচিতি লাভ করে। রূপকল্প ২০২১-কে বাস্তবে রূপ দিতে প্রণয়ন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১। দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ঘটে 'প্যারাডাইম সিফট'। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এর মূল লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত

পরিকল্পনা ও বাজেটের মধ্য সমন্বয় হচ্ছে, যা আগে ছিল না। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ হতে অর্থ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো তৈরি করা হয়। কোনো প্রকল্প নিতে হলে সে প্রকল্পটির সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সরাসরি যোগসূত্র আছে কি না, তা যাচাই করা হয় এবং কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য করবে তা উল্লেখ করতে হয়। বলতেই হবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহারের ফলে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

এই দশকের আগে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের নিচে আটকে ছিল। এটাকে কেউ কেউ ৬ শতাংশের ফাঁদ বলে উল্লেখ করেছিলেন। একসময় মনে হয়েছিল এই ফাঁদ থেকে বের হওয়া বেশ কঠিন হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ সময়ে বাংলাদেশ ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

আলু উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়। প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৬-এ পৌছায়। মাতৃমৃত্যুর হার ১ লাখ জন্মে ১৬৫-তে নেমে আসে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ স্থানে উঠেছে। অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বিগত দশকে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা মোটামুটি সবার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দেশের ভেতরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা নিয়ে সুশীল সমাজের মধ্যে বিরূপ সমালোচনা হয়নি। পরিকল্পনাগুলো সবার কাছে সমাদৃত হয়েছে। স্মরণ করা যায়, একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সাংবাদিকবৃন্দ পুড়িয়েছিলেন। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে তাদের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্ব দরবারে আলোচিত হয়েছে। বলা যায়, বাংলাদেশে স্মরণকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল পরিস্থিতি পেয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়।' বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতীয় উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন—সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি হলো অন্যতম ভিত্তি। জাতীয় পরিকল্পনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ভারতের তদানীন্তন জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আহলুয়ালিয়ার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, পরিকল্পনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় এবং সেসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য প্রকল্প, কর্মসূচি, নীতিকৌশল প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল কথা হলো অর্থনীতির উন্নয়নের টেকসই বৃদ্ধি, বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সংহতি রক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা। ব্যক্তি উদ্যোগকে সর্বোচ্চ নীতিসহায়তা দেওয়া। গত শতাব্দীর ১৯২০ দশকে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। এরই ধারাহিকতায় অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করে। সোভিয়েত রাশিয়ার ১৩তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯১-১৯৯৫) সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভারত অবশ্য এখন কেন্দ্রীয়ভাবে পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন বাদ দিয়েছে।

ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় ১৯৫০ সালে আর পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে প্রথম প্রাদেশিক পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগ নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭১ সালে গঠিত হয় পরিকল্পনা কোষ। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্রুততম পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। পরিকল্পনা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ১৯৭৫ সালে গঠিত হয় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো। এই ব্যুরোই বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। দীর্ঘ মেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্পের অভীষ্ট অর্জন সহায়ক হয়েছে। অন্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল—২০১০ সালের পরে যত দ্রুত সম্ভব প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করে ২০১৪ সালের পর নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে পর্যাপ্ত দক্ষতাসহ শিক্ষিত মানুষের দেশে পরিণত করা। দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার ১৩.৫ শতাংশে নামিয়ে এনে দারিদ্র্য বহুলাংশে নিরসন করা। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই দুটি পরিকল্পনাই ছিল লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা। এই দুটি পরিকল্পনাই বাজেট ও বার্ষিক কর্মসূচির সঙ্গে সুন্দর সমন্বয় ঘটানো হয়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়। এর কারণ হলো—পরিকল্পনা একটি ভবিষ্যৎমুখী প্রক্ষেপণ। আগামী পাঁচ বছরে অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হবে তার একটি কৌশল চিত্র ও কর্মসূচি তুলে ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে সব খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন স্থির করা হয়। সে অনুযায়ী বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। সে কারণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সব মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত একত্রিত করে তা সমন্বয় করা হয়। এটি এই সময়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন অর্জন করে। বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালেই অর্জন করতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কারণে আমাদের সরকারপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেতাবে ভূষিত হন এবং পুরস্কার লাভ করেন।

২০২৪ সালেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে পারত কিন্তু করোনার আকস্মিক অভিঘাতের কারণে যে ধকল অর্থনীতিতে গেছে, তার জন্য অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আরো দুই বছর উত্তরণ পেছানোর প্রস্তাব রাখা হয় এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অনন্য দিক হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী ও শেষ এর মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এর ফলে ভুলত্রুটি (course correction) শোধরানোর সুযোগ থাকে এবং পরবর্তী পরিকল্পনায় শিক্ষণীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর ফলাফল সব মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা হয়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে কিন্তু বড় অর্জন উল্লেখ করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ ও

এটা অর্থনীতির জন্য বিরাট এক শুভ লক্ষণ। কারণ, অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য দরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। যেখানে অনিশ্চয়তার আধার থাকবে, সেখানে ব্যবসায় কার্যক্রম বাড়তে পারে না। ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দেশ এগিয়ে চলছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে চরম দারিদ্র্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূলের প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ এমন সব মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা আগামী দিনের উন্নত দেশ গড়ার শক্ত বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করবে। তবে উন্নত দেশ হওয়ার জন্য শুধু মাথাপিছু আয় বা উন্নত অবকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে ও মানবসম্পদে সমৃদ্ধ হতে হবে। সে কারণে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য সম্মুখে তাকানো শতবর্ষী পরিকল্পনা বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ জাতীয় উন্নয়ন যাত্রাপথকে প্রায় শত বছর ধরে আলোকিত করবে। পরিকল্পনা মাফিক এগোনো এবং সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশে।

● লেখক : অর্থনীতিবিদ ও সদস্য (সিনিয়র

ittefaqeditorial@gmail.com

P-8, Ittefaq, 15 March 2021

ফসলি জমি রক্ষায় সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন

বাংলাদেশের এখনো তিন-চতুর্থাংশ মানুষ সরাসরি কৃষি অর্থনীতির সহিত জড়িত। তাহাদের জীবন-জীবিকা কৃষি উৎপাদন ও কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত; কিন্তু জনসংখ্যার চাপ, অপরিকল্পিত আবাসন, শিল্পায়ন, নগরায়ণ প্রভৃতি কারণে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে ফসলি তথা কৃষিজমির পরিমাণ। সেই সকল জমিতে নির্মাণ করা হইতেছে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, হাটবাজারসহ বিভিন্ন প্রকার স্থাপনা। ইটভাটা, পুকুর-দিঘি খনন, মৎস্য চাষ, লবণাক্ততা ও নদীভাঙনের ফলেও ক্রমাগত বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি হারাইয়া যাইতেছে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিদিন ২ হাজার বিঘা জমি কৃষি হইতে অকৃষি খাতে চলিয়া যাইতেছে। এই পরিস্থিতি আমাদের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ; কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। গতকাল ইত্তেফাকের একটি খবরে বলা হইয়াছে, কক্সবাজার সদরের বাঁকখালী নদীর তীরবর্তী উত্তর মুহুরীপাড়ার তিন ফসলি প্রায় ৬০ একর উর্বর জমি ভরাট করিয়া ফেলিতেছে। ইহা পলি দোআঁশবেষ্টিত অতি উর্বর ভূমি। এই সকল জমিতে আমন ও বোরো মৌসুমে প্রায় ১০ হাজার মণ ধান উৎপাদিত হয়। অথচ এই জমি আবাসন প্রকল্পের জন্য জোরপূর্বক ভরাট করিবার অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। ভুক্তভোগী ও অসহায় জমির মালিকগণ জেলা প্রশাসক, কৃষি বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিয়াও কোনো প্রতিকার পাইতেছেন না। একদিকে কৃষিজমি ভরাট অন্যদিকে ভূমিদস্যু কর্তৃক জোরপূর্বক কৃষিজমি দখল—এই দুই অনিয়মের সুরাহা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শুধু কক্সবাজার নহে, সমগ্র দেশেই কৃষিজমি হ্রাসের প্রবণতা লক্ষণীয়। দেশে যেই হারে কৃষিজমি বেহাত হইতেছে তাহা এক কথায় উদ্বেগজনক। ইহা কৃষি অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন হেক্টর। ইহার প্রায় ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে বনভূমি। ২০ দশমিক ১ শতাংশ স্থায়ী জলাধার, ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট ৬৬ দশমিক ৬ শতাংশ জমি ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজের জন্য। বর্তমানে উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি ও আধুনিক চাষাবাদের কারণে খাদ্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। দেশে এখন খাদ্যসংকট নাই বলিলেই চলে; কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন বজায় থাকিবে—এমনটি ভাবিবার অবকাশ নাই। জাতিসংঘের সহায়তায় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এসআরডিআই) পরিচালিত এক গবেষণা মতে, ১৯৭৬ হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত শূন্য দশমিক ১৩৭ শতাংশ হারে কৃষিজমি কমিলেও ২০০০ হইতে ২০১০ সাল মেয়াদে এই হারের পাঁচ গুণের অধিক শূন্য দশমিক ৭২৮ শতাংশ হারে কৃষিজমি কমিয়াছে। বর্তমানে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ায় গত এক দশকে কৃষিজমি হ্রাস পাইবার প্রবণতা আরো বাড়িয়াছে বইকি।

কৃষিজমি কমিয়া যাওয়ার পশ্চাতে অপরিকল্পিত আবাসনই হইল মূল সমস্যা। কারণ বেহাত হওয়া বিপুল পরিমাণ কৃষিজমির ৮০ শতাংশই ব্যবহৃত হইতেছে ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য। মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য আমাদের অবশ্যই বাড়িঘর নির্মাণ করিতে হইবে; কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও আজ বহুতল বাড়িঘর নির্মাণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এই জন্য প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন; এই সংক্রান্ত যেই সকল প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তাহাও দূর করা আবশ্যক। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি এবং কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন অনুযায়ী কৃষিজমি কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করা যাইবে না; কিন্তু কেহ এই আইন মানিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দাপট কমিয়া গিয়া শিল্প ও সেবা খাতে আমাদের অর্থনীতি নূতন ঠিকানা খুঁজিতেছে; কিন্তু দেশের খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজমির ব্যবস্থা না করিয়া শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতি টেকসই হইতে পারে না। তদুপরি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা ঝুঁকি তো আছেই। অতএব, আমাদের কৃষিজমি রক্ষায় তদারকি বৃদ্ধি, আইনের বাস্তবায়নসহ সরকারিভাবে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

P-3, Ittefaq, 18 Feb. 2021

ভবনের উচ্চতা হবে জনঘনত্ব ও যোগাযোগব্যবস্থার ভিত্তিতে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং ড্যাপ রিভিউ কমিটির আহ্বায়ক মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, রাজধানীতে এলাকার জনঘনত্ব ও যোগাযোগব্যবস্থার ভিত্তিতে ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ করা হবে। স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং বেসরকারি আবাসন খাত সংশ্লিষ্টসহ অন্যান্য অংশীজনের' সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। গতকাল মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ড্যাপ বাস্তবায়নের বিষয়ে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন-রিহ্যাব ও বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভলপারস অ্যাসোসিয়েশন- বিএলডিএ-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, মানুষের চলাচলের জন্য রাস্তা ও স্কুল-কলেজ, শপিংমল, হেলথ সেন্টার, খেলার মাঠ, জলাশয় এবং সবুজায়নসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এলাকাভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের চার্জ নির্ধারিত হওয়ার ওপর আবারও গুরুত্বারোপ করে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, অভিজাত এলাকায় বসবাসকারী এবং তুলনামূলক কম উন্নত এলাকায় বসবাসকারীরা কেন সমান মূল্য বহন করবেন।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সকলের উদ্দেশ্য একটাই, সেটি হচ্ছে—ঢাকা মহানগরীকে বাসযোগ্য, দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক করে গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ড্যাপের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই ড্যাপ বাস্তবায়নে জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদ উল্লাহ খন্দকারের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, রাজউকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. শফিউল্লাহ, ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক মো. আশরাফুল ইসলাম, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বিএলডিএর সভাপতি আহমেদ আকবর সোবহান এবং রিহ্যাবের সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

P-7 Ittefaq 27 March 2021

সিলেট বিভাগে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে

■ সিলেট অফিস

সিলেট বিভাগে নতুন করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। গত বৃহস্পতিবার আরো ৬৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সচেতনতার অভাবে এ বিভাগে করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই বিভাগে দেদার চলছে বিয়েশাদি সামাজিক অনুষ্ঠান। নগরীর শাহী ঈদগাহে এমএমই মেলাও চলছে পুরোদমে। শিশু, নরনারীর উপস্থিতিতে জমজমাট মেলা চলছে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা কোয়ারেন্টাইনে থেকেও বিধিবিধান মানছেন না। তারাও নিজেরা হোটেলে বিয়ের কাজ সারছেন। ঘুরছেন, শপিং করছেন, স্বজনদের সঙ্গে দেখাও করছেন।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. সুলতানা রাজিয়া জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে শনাক্ত হওয়া ৬৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর ৫৬ জনই সিলেট জেলার বাসিন্দা। হবিগঞ্জে একজন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাত রোগীর শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। নতুন করোনা আক্রান্ত ৬৪ জনকে নিয়ে সিলেট বিভাগে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৯৮১ জনে। যাদের মধ্যে সিলেট জেলায় ১০ হাজার ৪০০ জন, সুনামগঞ্জে দুই হাজার ৫৭১ জন, হবিগঞ্জে দুই হাজার ২৬ জন ও মৌলভীবাজারে ১ হাজার ৯৮৪ জন রয়েছে। এছাড়া একই সময়ে বিভাগে নতুন করে আরো ৪৫ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এর মধ্য দিয়ে বিভাগে করোনা থেকে সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৯৮৮ জনে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সিলেট বিভাগে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৮৩ জন মারা গেছেন।

P-16, Ittefaq, 31 March 2021

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১২৪

তারিখ ১৫ চৈত্র ১৪২৭
২৯ মার্চ ২০২১

প্রজ্ঞাপন

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছে:

ক) সকল ধরণের জনসমাগম (সামাজিক/ রাজনৈতিক/ ধর্মীয়/ অন্যান্য) সীমিত করতে হবে। উচ্চ সংক্রমণযুক্ত এলাকায় সকল ধরণের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হলো। বিয়ে/ জন্মদিনসহ যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জনসমাগম নিরুৎসাহিত করতে হবে;

খ) মসজিদসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

গ) পর্যটন/ বিনোদন কেন্দ্র/ সিনেমা হল/ থিয়েটার হলে জনসমাগম সীমিত করতে হবে এবং সকল ধরণের মেলা আয়োজন নিরুৎসাহিত করতে হবে;

ঘ) গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং ধারণ ক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক যাত্রী পরিবহন করা যাবে না;

ঙ) সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে আন্তঃজেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে; প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে;

চ) বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের ১৪ দিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক (হোটেলে নিজ খরচে) কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে;

ছ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খোলা/ উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনপূর্বক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে; ওষুধের দোকানে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;

জ) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাস্ক পরিধানসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

ঝ) শপিং মলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে;

ঞ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়) ও কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে;

ট) অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা/ আড্ডা বন্ধ করতে হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাত ১০ টার পর বাইরে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;

ঠ) প্রয়োজনে বাইরে গেলে মাস্ক পরিধানসহ সকল ধরণের স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরিধান না করলে কিংবা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ড) করোনায় আক্রান্ত/ করোনার লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদেরও কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে;

ঢ) জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস/ প্রতিষ্ঠান/ শিল্প কারখানাসমূহ ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। গর্ভবতী/ অসুস্থ/ বয়স ৫৫-ঊর্ধ্ব কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বাড়িতে অবস্থান করে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ণ) সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা যথাসম্ভব অনলাইনে আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে;

ত) সশরীরে উপস্থিত হতে হয় এমন যে কোন ধরণের গণপরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

থ) হোটেল-রেঁস্তোরাসমূহে ধারণ ক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক মানুষের প্রবেশ বারিত করতে হবে;

দ) কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং অবস্থানকালীন সর্বদা বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

০২। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে সারাদেশে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আপাততঃ ০২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৩। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৯/৩/২১

(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

লাইফস্টাইল, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/স্বাশিব্যুঃ/বিজ্ঞাপন/১৩-৩৪৮/২০২০/৩১৫০ তারিখ ঃ- ২৯/০৩/২০২১ ইং

P-5
Ittefaq
03 April, 2021

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন, খুলনার কার্যালয়

সড়ক ভবন, বয়রা, খুলনা।

ফোনঃ ০৪১-৭৬১৩৭৮।

ই-মেইল: acekhu@rhd.gov.bd

স্মারক সংখ্যা: ৩৫.০১.৪৭৫১.০১৪.৫২.০০১.২১-২৬৭২ তারিখ: ২৯-০৩-২০২১

"গণশুনানী বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১.০০টা হতে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক জোন, খুলনার (সড়ক বিভাগ, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/যশোর/নড়াইল/মাগুরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/ঝিনাইদহ) কার্যক্রম সম্পর্কে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত গণশুনানী অনুষ্ঠানে সড়ক জোন, খুলনার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত গণশুনানীতে উপস্থিত হয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক জোন, খুলনার কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো অভিযোগ/পরামর্শ থাকলে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

<u>গণশুনানী অনুষ্ঠানের স্থান</u>

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-এর কার্যালয়
খুলনা সড়ক জোন, সড়ক ভবন, বয়রা, খুলনা।

27.03.2021

(সৈয়দ আসলাম আলী)
পরিচিতি নং-০০১০৪৯
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সড়ক জোন, খুলনা।

স- ৯২৪ (৬×৩)